সংবাদ

তারিখ 6 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

স্কুল মূল্যায়ন প্রকল্প প্রশ্নবিদ্ধ

২০১২ সালে দেশে এ ক্যাটাগরির স্কুলের সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় কমেছে এক হাজার ৭৯৪টি। ২০১১ সালে সংখ্যাটি ছিল ২ হাজার ৫১১। এক বছরের ব্যবধানে এত বেশিসংখ্যক স্কুল এ ক্যাটাগরি থেকে বাদ পড়ায় স্কুল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় একযুগ ধরে দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুলের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে। এ মূল্যায়ন ইনস্টিটিউশনাল সেক্ট অ্যাসেসমেন্ট সামারি (আইসাস) নামে পরিচিত। আইসাস নিয়ে বিতর্ক রয়েছে শুরু থেকেই। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পর পর দু'বছরে স্কুলের মূল্যায়নে যে দুটো চিত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে ব্যবধান আকাশ-পাতাল। এ নিয়ে গত শুক্রবার সংবাদে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, স্কুল মূল্যায়নের নামে একটি গোষ্ঠী দাতা সংস্থার দেয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করছে। যথেচ্ছভাবে চলছে মূল্যায়ন। এ কারণে এক বছর এ ক্যাটাগরিতে আড়াই হাজারের বেশি স্কুল স্থান পায় তো পরের বছরই সেখান থেকে বাদ পড়ে প্রায় আঠারশ' স্কুল। প্রশ্ন হচ্ছে, এ এক বছরের ব্যবধানে স্কুলগুলোর পারফরমেন্সে কী এমন ঘাটতি পড়ল যে এতগুলো স্কুল এ ক্যাটাগরি থেকে ঝরে পড়ল। বছর বছর তো স্কুলগুলোতে পাসের হার, জিপিএ'র হার বাড়ছে।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গোড়াতেই রয়েছে গলদ। আইসাসের দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেছেন, '২০১১ সালে প্রধান শিক্ষকরা ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। ২০১২ সালে তারা সঠিক তথ্য দিয়েছেন।' তাই সর্বশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ ক্যাটাগরির সংখ্যা কমেছে। ওই কর্তাব্যক্তির কথা সত্য মানলে বলতে হবে, স্কুলে স্কুলে প্রধান শিক্ষকরা মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করেন, তারা সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন না। এখানে দুটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমত, আগের বছর ভুল তথ্য দেয়া প্রায় আঠারশ' শিক্ষকের মধ্যে এমনকি পরিবর্তন ঘটল যে তারা সঠিক তথ্য দিতে শুরু করলেন। দ্বিতীয়ত, প্রধান শিক্ষকরা ভুল-সঠিক যে তথ্যই দেন না কেন সে তথ্য যাচাই-বাছাই করার কথা রয়েছে। ২০১১ সালে সেই তথ্য যে যাচাই-বাছাই করা হয়নি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকদের ওপর দায় চাপালেই আইসাসের কর্তাব্যক্তিরা পার পাবেন না।

অভিযোগ রয়েছে, স্কুল মূল্যায়নের নামে আইসাস প্রকল্পে অনিয়ম-দুর্নীতির মচ্ছব চলছে অনেক বছর ধরেই। অনিয়ম-দুর্নীতি করে অনেক অযোগ্য স্কুলকে এ ক্যাটাগরিতে স্থান দেয়ার গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে ধরনা দিয়ে সরকার টাকা আনে আর সে টাকা আমলা এবং মাউশির এক শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তারা অনিয়ম-দুর্নীতি করে নিজেদের পকেট ভারি করবেন বা টাকার শ্রাদ্ধ করবেন সেটা হতে পারে না।

সরকারকে স্কুল মূল্যায়ন প্রকল্পের গলদ দূর করার উদ্যোগ নিতে হবে। স্কুলগুলো যেন যথার্থভাবে মূল্যায়ন হয় সেটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যায়ন প্রকল্পের টাকা নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। প্রকল্পের কাজ কঠোরভাবে মনিটর করা জরুরি। প্রকল্পের কাজে যারা দায়িত্বে অবহেলা করেছে তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।